সংবাদ

তারিখ : 28 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

বিস্ময়কর : ফলাফল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাঁখ্যা এক বছরেই বাড়ল ১৬ হাজার ৯০ জন।) গত বছর এ পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩০ হাজার ৮৫২ জন। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৬ হাজার ৯৪২ জন পরীক্ষার্থী। আর গত বছরের মতো এবারও সবচেয়ে ভালো ফল অর্জন করেছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড। এ বছর এ বোর্ডের পাসের হার ৯৩ দশমিক ৮২ শতাংশ। তবে সবচেয়ে কম পাস করেছে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে ৭৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

প্রসঙ্গত কারিগরি শিক্ষাস্তরে নবম শ্রেণী থেকে হওয়ায় অষ্টম শ্রেণীর এ পরীক্ষার আওতায় আছে কেবল সাধারণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষাস্তর। গত বছর ৯টি শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ছিল ৮৩ দশমিক ৭১ শতাংশ। আগের বছর ২০১০ সালে ছিল ৭৩ দশমিক চার শতাংশ। সাধারণ আট বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮২ দশমিক ৬৭ শতাংশ। এর আগের বছর ছিল ৭১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

গতকাল দুপুর ১২টায় সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ফলাফল প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এর আগে সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফলাফলের কপি তুলে দেন তিনি। সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদ, আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ক ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. ওয়াহিদুজ্জামান এবং মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফল শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট (ীীী.বফঁপধঃরড়হনড়ধৎফৎবংঁষঃং.মড়া.নফ) ও সংশ্লিষ্ট সব পরীক্ষা কেন্দ্র বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ই-মেইলের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাচ্ছে। এ ছাড়া মোবাইল ফোনে এসএমএস পাঠিয়েও ফল জানা যায়।

ঈর্ষণীয় সাফল্যের নেপথ্যের কারণ

শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, গত বছরের তুলনায় এবার জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার সব ক্ষেত্রেই ভালো করেছে শিক্ষার্থীরা। বৃদ্ধি পেয়েছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, পাসের হার, জিপিএ-৫ এবং শতভাগ পাস স্কুলের সংখ্যা। ফলাফলের সব সূচকে ভালো করায় আমরা সবাই সন্তুষ্ট।

তিনি বলেন, আমরা শিক্ষাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চাই যাতে ভবিষ্যতে আর কোন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য না হয়। বিনামূল্যে সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে দেয়া, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি, নকলবিরোধী প্রচারণাসহ সরকারের বিভিন্নমুখী উদ্যোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারেই পাসের বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে শিক্ষার মানে উন্নতি ঘটেছে। এ ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ডগুলো, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সমন্বিত প্রচেষ্টার কারণেই পরীক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ক্রমশ উন্নতির ধারা অব্যাহত আছে বলেও মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন সংবাদকে বলেছেন, বিনামূল্যের পাঠ্যবই ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ যেমন আছে, তেমনই পরীক্ষায় পাস না করলেও পরবর্তী ক্লাসে ভর্তি হওয়া যাবে না এমন চিন্তা থেকেই পড়ালেখায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সারাদেশে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়তে সক্ষম হওয়ায় এ সরকারের আমলে গ্রাম-গঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের অংশগ্রহণ ব্যাপক হারে বেড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক জনসচেতনতা।

বরিশাল বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বিমল কৃষ্ণ মজুমদার সংবাদকে বলেছেন, সার্বিক ফলাফলে সবার মতো আমরাও খুশি। কারণ মানুষ এখন শিক্ষা সম্পর্কে অতীতের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন ও আগ্রহী। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে সেগুলোর বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি, সবাইকে বিদ্যালয়মুখী করতে সরকারের আন্তরিকতার কারণে প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার বাড়ছে বলেও তিনি মনে করেন।

খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, দেশব্যাপী বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণ, প্রকল্পের অধীনে প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ, সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া, সব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পড়ালেখা করা এবং পরীক্ষায় পাস না করলেও পরবর্তী ক্লাসে ভর্তি হওয়া যাবে না এমন চিন্তা থেকেই পড়ালেখায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সাফল্যের পেছনে কাজ করেছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে যে গতি সঞ্চার হয়েছে শিক্ষার্থীদের ওপর তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে মনে করছেন শিক্ষা বোর্ডগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তারা প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরেও ঝরে পড়ার হার কমে যাওয়ার বিষয়টিকে শিক্ষার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক বলে দিন সব ছেলেমেয়ে নতুন পাঠ্যবই পাচ্ছে। এটা আমাদের অনেক বড় অর্জন। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে পুরো শিক্ষায়।

বোর্ডভিত্তিক ফল

৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের জেএসসি পরীক্ষায় দেখা গেছে, পরীক্ষার জন্য এবার ফরম পূরণ করেছিল ১৫ লাখ ৫৪ হাজার ৪৭২ জন শিক্ষার্থী, যা গত বছরের চেয়ে ১৫ হাজার ৮৩২ জন বেশি। কিন্তু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১৫ লাখ সাত হাজার ৬৭৫ জন। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১২ লাখ ৯৮ হাজার ১৮৮ জন শিক্ষার্থী, যা গত বছরের চেয়ে ৬৬ হাজার ৩০৮ জন বেশি।

সাধারণ ৮ ও মাদ্রাসা এ ৯ বোর্ডে পাসের হারে ছাত্ররা এগিয়ে থাকলেও জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে আছে মেয়েরা। এবার ছাত্রদের পাসের হার ৮৮ দশমিক শূন্য এক শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৮৬ দশমিক শূন্য চার শতাংশ। তবে জেএসসি ও জেডিসিতে ছাত্ররা জিপিএ-৫ পেয়েছে ২২ হাজার ৯৭৬ এবং ছাত্রীরা জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৩ হাজার ৯৬৬ জন।

ঢাকা বোর্ড

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে জেএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল চার লাখ ৭৪ হাজার ৫১৫ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন চার লাখ তিন হাজার ৪২১ জন। এ বোর্ডে গড় পাসের হার ৮৫ দশমিক শূন্য দুই ভাগ। ঢাকা বোর্ড থেকেই এবার সবচেয়ে বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭ হাজার ৫৯৫ জন।

রাজশাহী বোর্ড

রাজশাহী বোর্ড থেকে জেএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল এক লাখ ৮৫ হাজার ৫২৪ জন ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ ৫৭ হাজার ৮৬৫ জন। এ বোর্ডের পাসের হার ৮৫ দশমিক ০৯ শতাংশ। এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছেছয় হাজার ২২১ জন।

কুমিল্লা বোর্ড

কুমিল্লা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এক লাখ ৮৬ হাজার ৫০১ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ ৭১ হাজার ৩২৮ জন। এ বোর্ডের গড় পাসের হার ৯১ দশমিক ৮৬ শতাংশ। আর এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে তিন হাজার ৭৬৩জন পরীক্ষার্থী।

যশোর বোর্ড

যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এক লাখ ৮১ হাজার ৯৫ জন। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ ৫৪ হাজার ৪৪১ জন। এ বোর্ডে গড় পাসের হার৮৫ দশমিক ২৮ ভাগ। এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে তিন হাজার৯০৮ জন শিক্ষার্থী।

চট্টগ্রাম বোর্ড

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল এক লাখ ৩৩ হাজার ৪৭২ জন। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ চার হাজার ৫৭৮ জন। এ বোর্ডের গড় পাসের হার ৭৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ। এবার এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে তিন হাজার ৫৩১ জন।

বরিশাল বোর্ড

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৮২ হাজার ১৮২ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭৭ হাজার ১০১ জন। এ বোর্ডের গড় পাসের হার ৯৩ দশমিক ৮২ শতাংশ। আর এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে তিন হাজার ১৭২ জন শিক্ষার্থী।

সিলেট বোর্ড

সিলেট শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল ৯০ হাজার ৬৩০ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৮১ হাজার ৯৪৯ জন। এ বোর্ডের গড় পাসের হার ৯০ দশমিক ৪৫ শতাংশ। আর এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক হাজার ৩৬৪ জন শিক্ষার্থী।

দিনাজপুর বোর্ড

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল এক লাখ ৭৩ হাজার ৭৮৬ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ ৪৭ হাজার ৫০৫ জন। এ বোর্ডের গড় পাসের হার ৮৪ দশমিক ৮৮ ভাগ। এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে চার হাজার ৫৩৪ জন।

মাদ্রাসা বোর্ড

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেডিসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল তিন লাখ ৩৪ হাজার ৫১ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে তিন লাখ তিন হাজার ৫৬২ জন। এ বোর্ডের গড় পাসের হার ৯০ দশমিক ৮৭ ভাগ। এ বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হাজার ৭৮৪ শিক্ষার্থী।

বিদেশি কেন্দ্র

বিদেশের ৭টি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ৩৬২ জন। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৫২ জন। বিদেশি কেন্দ্রের গড় পাসের হার ৯৭ দশমিক ২৪ ভাগ। তাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৭ জন।